অনিকেতন

আবদুর রউফ চৌধুরী

নবম অধ্যায়

(পূর্বে প্রকাশের পর)

রবিবার।

আবার সভা বসল। কাজী সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসতেই বদরুদ্দিনের দেখা পেলেন। দরজা খুলে বিনয়ভদ্র কণ্ঠে বললেন, আসুন, আসুন।

কাজী বুঝতে পারলেন ঘরের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে; বদরুদ্দিনের মুখ কেমন যেন থমথমে, বাড়ির মধ্যেও যেন একটা এলোমেলো ভাব। কাজীকে জানালা ফাঁকে দেখতে পেয়ে, এজন্যই বোধহয়, নিজে এসেছেন দরজা আলগাতে। বসার-ঘর থেকে ভেসে আসা গণ্ডগোলসুর শোনা যাচ্ছে। বদরুদ্দিন একটু মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন, দেখুন কাজী সাব এর আগে আমরা হয়ত অনেক ঝগড়াঝাটি করেছি মসজিদ কমিটিকে নিয়ে, অনেক ভুল বোঝাবোঝিও হয়েছে; কিন্তু যাই হোক আমরা তো ভদ্রমানুষ, কি বলেন?

কাজী ভেতর ভেতর হাসছেন। মনে করতে পারছেন না কোনোদিন বদরুদ্দিনের সঙ্গে তার কোনো ঝগড়া হয়েছে বলে, ভুল বোঝাবুঝি হয়ত হয়েছে তবে ঝগড়া না। প্রকাশ্যে বললেন, তা তো নিশ্চয়ই।

কাজী অবশ্য বুঝতে পারছেন তিনি অন্য কারও কথা বলতে চাচ্ছেন। বদরুদ্দিন দরজা বন্ধ করে বললেন, আপনি অফিস-ঘরে যান আমি চা নিয়ে আসছি।

কাজী কপাট খুলে ঘরে ঢুকলেন। এত পরিচিত ঘরেও তার গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। আলো জ্বলছে ভেতরে। সফিকুল ইসলাম খেপেছেন। কার বিরুদ্ধে কে জানে! সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে বোধ হয়। তবে কি ঘটেছে তা কাজী ভেবে পেলেন না। তিনি কিছু একটা অনুমান করে নিতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না।

বদরুদ্দিন এক কাপ চা নিয়ে আস্তে আস্তে সভাপতির কাছে এগিয়ে এলেন। কাজীর পাশের চেয়ারে বসে তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, সভা শুরু করে দেন।

সভাপতির আসন নিতেই সফিকুল ইসলাম বলে উঠলেন, কিছুদিন পূর্বে, আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে–শিক্ষা বিভাগীয় ডেপুটিপ্রধান মিস্টার উইল্ট শায়ারের সম্বর্ধনা সভায় আমাদের মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান সাবের মেয়ের বক্তৃতায় মুগ্ধ শ্রোতাদের করধ্বনি। যেস্থলে ইসলামে বলা হয়েছে, মেয়েদের গলার আওয়াজ চারদেয়ালের বাইরে পুরুষের কানে যেন না পৌঁছায়। যেন ঝড় বইছে তার কণ্ঠে। সারা ঘর যেন ওল্টোপাল্টো হয়ে গেছে। বিজয় আসন্ন ভেবে মোরগ যেমনি ঘাড় ফোলায়, তেমনি ঘাড় দোলিয়ে, গোল টুপি নেড়ে, চেয়ারকে এগিয়ে আবার শুরু করলেন, ইংরেজি ভাষা জানেন বলে যারা মনে মনে ইংরেজ হয়ে গেছেন বলে ভাবছেন তাকে ইসলামিক কোনো প্রতিষ্ঠানের হাল ধরতে দেওয়া উচিত না।

– ভিত্তিহীন ইসলামিক শিক্ষায় যারা পণ্ডিত বলে নিজেকে প্রকাশ করেন, তারা ভুল শিখেছেন; তারা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে তাচ্ছিল্য ও উপহাসের পাত্র।

ঘরের কোণে এলোমেলো করে রাখা একটা চেয়ারে বসা লোকটা হঠাৎ বলে উঠলেন। তার পাশের ব্যক্তিও, সফিকুল ইসলামের কথায়, আঁতকে ওঠে তাকাচ্ছে সভাপতির দিকে। কাজীর অন্তর আহত, বেদনাসিক্ত। কয়েকজন একই সঙ্গে কথা বলতে উদ্যত হওয়ায় সভাপতি বারণ করলেন। বললেন, আপনারা এক-একজন করে কথা বলার সুযোগ পাবেন। বক্তব্য মেহেরবানী করে যথাসম্ভব সংক্ষেপে রাখবেন। কেননা আমাদের সংগঠন সম্পর্কীয় বিয়য়াদির আলোচনা আজ করা প্রয়োজন।

মাসুদ মিয়ার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সফিকুল ইসলামের কথায়। পায়ের তালু থেকে মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত রাগ ধরে গেল তার। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। কাজীর চোখ তার ওপর পড়তেই বললেন, প্রথমে মাসুদ মিয়ার পালা।

- সৈয়দ আমীর আলীর নাম জানেন না এমন মুসলমান ভারত উপমহাদেশে বিরল। এ খ্যাতনামা পুরুষ লিখেছেন, 'অমার্জিত রুচি সম্পন্ন মানুষের কাছে মনে হয় অনুভূতির মর্যাদা ও অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করার চেয়ে দেয়াল ও অবরোধ ব্যবস্থাই ইজ্জত রক্ষার্থে অধিকতর কার্যকর।' তিনি মনের মলিনতা দূরীকরণ তৎপরতাকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছিলেন; আর অবরোধপ্রথাকে অসভ্যতার অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছিলেন।

দৃঢ় স্বরে সফিকুল ইসলাম বললেন, এমন কথা তিনি বলেন নি।

দাবি করলেন মাসুদ মিয়া, আপনি তাহলে অমার্জিত রুচিসম্পন্ন মানুষ।

রাগতস্বরে দাঁড়িয়ে সফিকুল ইসলাম উত্তর দিলেন, অভদ্রোচিত শব্দ উচ্চারণ করবেন না, বলে দিচ্ছি স্পষ্ট অক্ষরে।

সভাপতি সতর্ক করলেন, আপনাদের বাদানুবাদ বন্ধ করুন।

হঠাৎ পাশের চেয়ারে গা এলিয়ে বসা ব্যারিস্টার ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, আমি কিছু বলতে পারি?

ব্যারিস্টারকে মনে হচ্ছে খুব অল্পকথার মানুষ, একটু গম্ভীর প্রকৃতির। তার মুখ দেখে কাজী বুঝতে পারছেন না, তিনি মাসুদ মিয়ার কথায় খুশি না অখুশি হয়েছেন। সকলের উদ্দেশে সভাপতি বললেন, আসুন আমরা নীরবে ব্যারিস্টার সাবের বক্তব্য শোনি। যদিও আজকের বৈঠকে সবারই কথা বলার অধিকার রয়েছে, তবু ভদ্রতার খাতিরে ঝগড়া করবেন না, সভার নিয়মকানুন মানার তাগিদ না থাকলেও।

এ-প্রথমবারের মতো ব্যারিস্টার আনিসুজ্জামান মুখ খুললেন, বললেন, যে-বাংলাদেশে পুরুষের শিক্ষার হার বিশের বেশি না, সে-দেশে মেয়ে শিক্ষার হৈচৈ অকারণ নয় কি! অল্পসংখ্যক আই.এ., বি. এ. পাশ করা পুরুষেরই চাকরি জুটছে না, এমতাবস্থায় একপাল মেয়েকে শিক্ষিত করে আমরা একাধারে ঘরের শান্তি ও বাইরের চাকরি হারাচ্ছি। এমনিতেই মেয়ে সংক্রান্ত মোকাদ্দমার সীমা নেই, তদোপরি তাদেরকে বাইরে ছেড়ে ফৌজদারি মামলার অন্ত নেই। কাথায় বলে 'বেটি আর মাটি কুণ্ডলের ঘটি'। কাজী ভাবলেন, আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের বোঝা কঠিন। মুখে যা আসে তাই বলে ফেলেন। একটু রয়েসয়ে সব ভেবে কথা বলা যে উচিত তার সময় নেই তাদের। তাদের কথায় সমস্ত একটা সমাজের শান্তি যে নষ্ট হয়ে যায়, সে খেয়ালই নেই। আনিসুজ্জামান বলেই চললেন, স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে এদেশে রাস্তাঘাটে আলো জ্বালানোর আগেই পথচারীর দৃষ্টি এত নত করতে হয়, সম্পর্ক সহজ না হলে দু-জনের একসঙ্গে পথচলা কঠিন হয়ে পড়ে।

মাসুদ মিয়া বললেন, ইসলাম ধর্ম নারীকে দেখে পুরুষের ক্রীতদাসী হিসেবে। পণ্য হিসেবে। ভোগের সামগ্রী হিসেবে। মানুষ হিসেবে কি! নারী যে বেশি শৃঙ্খলিত এ আপনার মন্তব্য প্রকাশ করছে। শুধু নারীর অপমানই নয়, মনুষ্যত্বের অবমাননাও বটে।

বশর আলী চৌধুরী চুপ করে আর থাকতে পারছেন না। ব্যারিস্টার কিছু বলার আগেই বললেন, নাসারা সমাজের খারাবীর মধ্যে যাতে ডুবে না যায় আমাদের বাচ্চারা তজ্জন্য সাচ্ছা শিক্ষার আচ্ছা ব্যবস্থা করা হয়েছে

পূর্ব-লন্ডন ইসলামিক কলেজে। যেখানে ইংরেজি ভাষাকে পেছনে ফেলে শেখানো হচ্ছে আরবি ভাষায় কোরআন আর হাদিস। যেন ধুতুরাগাছে গোলাপ ফুল। আহা, দুনিয়াতে বেহেশতি বাগেগুল।

সফিকুল ইসলাম বড্ড কথা বলেন, থামতে চান না; তবে তিনি জানেন কোথায় কি ধরনের কথা বললে জনতা উসকে যায়, তাই যোগ করলেন, এ-দুনিয়া দু-দিনের। আরাম লালসা ত্যাগ করা উচিত। বেহেশতই চিরস্থায়ী। সে আয়েশ চিরকালের। যেখানে প্রত্যেক মুমীননূরী পাবে সত্তরজন হুরপরী। আরও কত গোলমাল আওরপরী। আমাদের প্রয়োজন, সে-আশায় বর্তমানে আল্লাহ-রাসুলের হুকুম ও আহকাম পালন করা; আর এ-পন্থা পালন করলেই প্রবেশ করতে পারবে বেহেশতে।

মাসুদ মিয়া বললেন, উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র– এসব কি অসামান্য সুন্দরীদের সঙ্গে পৃথিবী থেকে আগত পুরুষের যৌনমিলনের লোভ দেখানো হয়নি।

মাসুদ মিয়াকে পাশ কাটিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে তাজিদউল্লাহ বলল, বেহেশতে যাওয়ার শিক্ষাই পূর্ব-লন্ডন ইসলামিক কলেজে দেওয়া হয়। তাই তো খোদার খাসবান্দা সৌদিবাদশাহ ফাহাদ-বিন-আজিজ-বিন-সাউদ মুক্তহস্তে অর্থদান করেছেন। আরব শেখদের জীবনে জৌলুস আনয়নকারী লন্ডনে বাস করে এ কলেজে পড়লে দুনিয়ার মজা লুটবে এবং আখিরাতের সাজা থেকে বাঁচবে।

বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল মাসুদ মিয়ার ঠোঁটের এপাশ থেকে ওপাশ। কোনো লোককে বিশেষ উদ্দেশ্য না করেই ওয়ালপেপারে আঁকা হরিণের শিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, চারদেয়ালের ভেতর অবরোধে আপনার ও আমার শালীর আরামায়েশে আপত্তি কি? ভিডিও ‘অন’ করে দিন। বোম্বের ছবি আসবে তাদের সামনে রঙিন পর্দায়, যা ইচ্ছে ছবি দেখুন, কেউ চরিত্রহীনা বলে দোষারূপ করতে পারবে না। দিব্যি মজা।

এ-কথা শুনে কাজী মনে মনে বললেন, লোকটা ভীষণ বোক, কোথায় কি ধরনের কথা বলতে হয় তাও তার জানা নেই।

বশর আলী আগেভাগে যা ভেবে রেখেছিলেন বলবেন বলে সে-কথাই বেরিয়ে এল বিনা নোটিশে। বললেন, মরণের পরের কথা চিন্তা করেই আমি সবাইকে অনুরোধ করছি ইস্ট-লন্ডন ইসলামিক কলেজে আপনাদের ছেলেমেয়েকে ভর্তি করে দু-জাহানের ফায়দা হাসিল করুন। আমার ছেলে দুটোকে ভর্তি করে দিয়েছি। তাদের আকলাখ, আকিদা দেখলে আমি অবাক!

সৈয়দ সঞ্জব আলীর কি যেন মনে পড়তেই মাসুদ মিয়ার দিকে তাকালেন। কোথায় যেন একটা ঘৃণাভাব। বললেন, ইউসুফ ইসলামের স্কুলে প্রথম ছেলেমেয়েদের ভর্তি না করালে, শিখা না দিলে দ্বীন ইসলামের সূত্রপাত সঠিক হতে পারে না।

মাসুদ মিয়া বললেন, শিক্ষা আনে চেতনার মুক্তি। সঙ্গে সঙ্গে মাসুদ মিয়ার মনে পড়ে গেল দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের পাতার একটা কথা। বললেন, হিন্দু সমাজের তদানীন্তন প্রথা অনুযায়ী পূতপবিত্র হওয়ার জন্যে নব-বধুর বিবাহিত জীবন আরম্ভ হত মন্দিরে পুরোহিত সহবাসে। তেমনি কি ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে প্রথমে এ স্কুলে প্রবেশ করা প্রয়োজন?

সফিকুল ইসলাম বললেন, ইউসুফ ইসলাম ইংল্যান্ডের নামী একজন পপ্স্টার। একাধারে গান রচয়িতা ও গায়ক। এমন নবীন-মঞ্জয়ী ব্যক্তিত্বের ইসলাম গ্রহণ মুসলমানের গৌরব বিষয়। তদোপরি মুসলিম শিশু-কিশোরকে নাসারার চিলের চঙ্গ থেকে রক্ষার মানসে ইসলামিক স্কুল স্থাপন এবং ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট ইউসুফ ইসলাম আরব জাহানে সুপরিচিত।

মাসুদ মিয়া বললেন, তবে ভেবে দেখতে হবে ন্যায় প্রতিষ্ঠাই রামের লঙ্কা বিজয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কি না! তেমনি অনেকে সন্দিহান যে, লক্ষপতি ইউসুফ ইসলামের ব্যাপারে; তার প্রীতির মূলে রয়েছে তেলসমৃদ্ধ মুসলিমজাহানে ধর্মসংযুক্ত গানের রেকর্ড বিক্রি করে কোটিপতি হওয়ার পরিকল্পনা।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে থাকলেন। প্রথমেই কথা বললেন মাওলানা, আমি একটু কথা বলতে চাই।

নিজ চেয়ার দেয়ালের দিকে ঠেলে উঠে দাড়ালেন। ঘরের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে কপাল কুঁচকে কি যেন ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন হযরত মুহাম্মদের (সা.) প্রিয়তমা পত্নী। কথার ফাঁকে শব্দের ঠেলায় এক টুকরো সুপারি ফুরুৎ করে বেরিয়ে এল। সুপারি আসা বন্ধ করার জন্য মাওলানা মুখ বন্ধ করলেন। বাক্য অসমাপ্ত রয়েই গেল। লজ্জা পেয়ে বলে উঠলেন, সুপারি ফেলে দিচ্ছি।

কাজী চমকে তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন, কিছু বললেন না, উপেক্ষা করলেন; কিন্তু বদরুদ্দিন দেখলেন, চোখে চোখে হাসাহাসি যেন। বদরুদ্দিন বললেন, ফেলবেন কেন? আপনার মতো আরেক মাওলানাকে দেখেছি চিবানো পানসুপারি তবরুক হিসেবে বিতরণ করতে। আর ভক্তদের মধ্যে লেগে যেত কাড়াকাড়ি, ভাগের বাটোয়ারা নিয়ে; যেমন ঠেলাঠেলি পড়তো সাধারণ সরল গ্রাম্য বাঙালি মানুষের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের সময় শাদা সিপাহীর ছুড়ে ফেলা সিগারেট নিয়ে।

বদই মিয়ার শেষের কথায় কাজীর স্মৃতিদেয়াল খুলে গেল। মনের মধ্যে অতীতস্মৃতি অঙ্কুর গজিয়ে উঠল। ছেলেবেলার টুকরো টুকরো ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেদিন বিকেল, স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিলাম। পথে, সরকার-বাজারের পুলের পাশে শাদা-সেপাই ভর্তি অনেকগুলো ট্রাক লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কয়েক মাস আগে এমনিভাবে সেপাই দেখলে শুরু করতাম শ্লোগান 'ইউনিয়ন জ্যাক ডাউন, ডাউন, ন্যাশনাল ফ্লাগ আফ, আফ।' এ শ্লোগান তারে কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছলে শাদা-সেপাইরা বায়নেট উঁচিয়ে ধাওয়া করত। প্রায়ই ট্রাকে তুলে তেরো মাইল দূরে নিয়ে ছাড়ত। তেরো মাইলের উদ্দেশ্য ছিল, তেরোকে ওরা বর্জন করত অমঙ্গলের নম্বর হিসেবে। এ ট্রাকগুলো দেখে ধীরে ধীরে আমরা, তরুণ-তরুণীরা, সাহস সঞ্চয় করে 'ডু অর ডাই' মানে 'করবো নয় মরবো' ব্যাজ বুক-পকেটে লাগিয়ে বুক-ফুলিয়ে সশস্ত্র সৈনিকের সম্মুখীন হতে থাকি। উদ্দাম যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎ গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন, অবাক বিস্ময়ে ভাবলাম এ-আবার কেমনতর নেতা। পরে অবশ্য বুঝলাম তার নীতি অনুযায়ী এ নির্দেশই সঠিক ছিল। গৃহপালিত অপজিশন। সংগ্রাম করে ইংরেজ নিপাত গান্ধীজির ইচ্ছা ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজস্বার্থের স্থায়িত্ব আশ্বাস। নিদর্শন দিয়ে ইংরেজের সসম্মানে পশ্চাদপসরণ। দাতার সম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। দাতা কর্ণের দানগ্রহণের জন্যে ভগবান কৃষ্ণের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তো দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে এনে স্বদেশের মাটিতে সংস্থাপন, নতুবা কে ঠেকাতে পারতো নেতাজী সুভাষ বসুকে, এমনকি কংগ্রেসকে কুক্ষিগত করতে, হিন্দু-মুসলিম মিলনে 'জয়হিন্দ' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে ভারতের স্বাধীনতাসূর্য ছিনিয়ে আনতে? যেমন এনেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান 'জয় বাংলা' মন্ত্রে মাতিয়ে বঙ্গের আধখানা চাঁদকে মুক্ত করতে। এ-লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকগুলোর সব পেছনের ট্রাকে উপবিষ্ট শাদা-সৈনিক সিগারেট কয়েকটা ছুড়ে মারল সড়কে। আর আমাদের ক-জন লোক হাতের খলুই সড়কের পাশে, ধানজমির আলে, রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিগারেটের ওপর। পরের বার শাদা-সৈনিকরা ফেলল আরেকটু দূরে। লোকগুলো আবার আছাড়িপাছাড়ি খেয়ে পড়ল পাথরঢাকা রাস্তার ওপর। কারও কনুই থেঁতলিয়ে গেল, কারও হাঁটু দিয়ে রক্ত ঝড়ল; তবুও এ কাণ্ডের শেষ হল না। ট্রাকে বসে থাকা শাসা-সেপাইরা হেসে লুটোপুটি যায়। আমি আমাদের লোকগুলোর উদ্দেশ্যে নীতিবাক্য ছুড়লাম, কিন্তু তারা কান দিল না। শেষে শাসা-সেপাইদের সকাশে অনুরোধ করতে বাধ্য হলাম, বললাম, ওরাও মানুষ, তবে অশিক্ষিত, নামে মাত্র মানুষ; নতুবা তাচ্ছিল্য ভরে ফেলে দেওয়া তোমাদের সিগারেট মাটি থেকে কুঁড়িয়ে ঠোঁটের মাঝে দিব্যি আরামে টানতো না। তোমরা তো শিক্ষিত, তোমাদের নিজের সম্মানের খাতিরে গরিব লোকগুলোকে এমন অসম্মান করো না। শোনেছি স্বদেশে তোমরা কুকুর-বেড়ালকেও অনেক আদর করো, ভালো খেতে দাও, তবে বিদেশে এসে কেন তোমরা তোমাদের উদার-মনুষ্যত্ব ভুলে যাও?

এতক্ষণে মাওলানা মুজেফ্‌ফরাবাদী মুখকে পান-সুপারি মুক্ত করে আবার বলতে শুরু করলেন, আমি এক রোববার বিকেলে হাইডপার্ক স্পীকারস-কর্ণারে গিয়ে শোনলাম এক কালো আদমী শ্বেতাঙ্গ শাসিত সাউথ-আফ্রিকার পক্ষে জোড়াল ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে তার এক কথার উত্তরে বললাম, যে শ্বেতাঙ্গ সরকার তোমার জাতিকে জাত তো বেজাত করছে, যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সে

বর্ণবিদ্বেষীর পক্ষে আর অবিচার-অত্যাচারে জর্জরিত তোমার স্বগোত্রীয় মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলছো! এতে আমি দুঃখিত, দুঃখিত তোমার রাজাকার রূপ দেখে।

একটু থেমে মাওলানা বলতে লাগলেন, কি বলবো। একেবারে তেলে বেগুন জ্বলে উঠল সে। আমাকে ইন্ডিয়ান ঠাহর করে বলল, তোমরা ইন্ডয়ানকে মিস্টার গান্ধী ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছিল। নিজে মেথর বাড়ি খেয়ে হাত ধুত বিরলাভবনে। মেথরের সঙ্গে লোক দেখানো মেলামেশায় তোমরা ভেবে ছিলে অস্পৃশ্যতার মতো ঘৃণ্য সামাজিকপ্রথার অবসান ঘটেছে। আজ তারই জন্মস্থান গুজরাটে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে কচুকাটা করছে বর্ণহিন্দুরা– গান্ধীর স্বগোত্রীয় ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের দল, দক্ষিণ-আফ্রিকার চেয়ে শতগুণ নৃশংসভাবে। তোমরা গাইকে পূজো করো, নন্দী বলে সম্মান করো; আর মানুষকে ঘৃণা করো, তাই বলি আমার কি কোনো স্থান আছে তোমাদের সমাজে? রাজা রামমোহন রায় গাই ও গান্ধী ছাগল নিয়ে বিলেতে এসেছিলেন দুধে হিন্দুয়ানী শুদ্ধি বজায় রাখার জন্য। দুদিন পর এ-দুই বর্ণবাদী পুরুষকে তোমরা দেবতা বলে পূজো করবে ইত্যাদি কথা শুনিয়ে দিল আমাকে হিন্দু মনে করে।

মাসুদ মিয়া মন্তব্য করলেন, আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্য, শিল্পীর কৃতিত্ব, ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ‘আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে’ মানুষ সৃষ্টি করেছেন কি না! আদম (সা.) থেকে মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে কি মুক্তিবাদী মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে না?

সফিকুল ইসলাম বললেন, আল্লাহ শ্রেষ্টতম শিল্পী, সর্বশক্তিমান, রহমানুর রহীম তিনিই একমাত্র সবকিছুতে জ্ঞান রাখেন।

এ কথা মাওলানা মনে মনে সায় দিলেন। আর প্রকাশ্যে বললেন, আমি আগে যা বলতে চেয়েছিলাম তা হচ্ছে হযরত আয়েশার (রা.) দৃষ্টান্তে সে-জামানায় আরও কয়েকজন বিভিন্ন জ্ঞান অর্জনে অনেক দূর অগ্রসর হন।

মাসুদ মিয়া বললেন, যেমন?

– যেমন হযরত আলীর (রা.) তনয়া জয়নব, ফাতেমা-বিনতে শেহাল, ফাতেমা-বিনতে জালালুদ্দীন, ফাতেমা-বিনতে সৈয়দ আহমদ। আরও অনেকে ধর্মতত্ত্ব ও সমাজদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করতেন। ফাতেমা-বিনতে আব্বাস মসজিদের মিনার আরোহণ করে ইসলাম ও জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে সুদীর্ঘ মন-মাতানো বক্তৃতা করতেন। দর্শকের উৎসাহে মাওলানার কথা বাঁধভাঙা নদীর পানির মতো বেসামাল হয়ে উঠল। মাওলানা ক্ষণকাল মৌন থেকে আবার বলতে লাগলেন, পরে অবরোধপ্রথা প্রবর্তনে এ অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম, কিন্তু আমরা আজকাল এত সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করছি যে, আমাদের যুবসম্প্রদায় ইসলামকে পেছনে টানার মেশিন মনে করছে। অর্ধেক জনসংখ্যা যদি সম্পদ উৎপাদনে সহযোগিতা করতে না পারে তবে জাতির উন্নতির অর্ধেক সম্ভাবনা কমে যায়। যে ধর্ম সৎ উপায়ে উপার্জনকে আল্লাহর এবাদত বলে গণ্য করে এবং শ্রমের মর্যাদা দান করে। এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার সাহাবানবৃন্দ কর্মের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, এ মহান ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশের শতকরা পঞ্চাশ জন মানুষকে সুখ সম্ভাবনাময় জীবন থেকে বঞ্চিত করা কি অন্যায় নয়! আর যাই হোক জাতির অগ্রগতির জন্য এ যে সহায়ক না এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

ভেতরে ভেতরে বদরুদ্দিনের মনটাও যেন একই সুরে বাঁধা। মাওলানার এহেন বক্তৃতায় ভাইস-চেয়ারম্যান বিস্ময়জনক খুশি হয়েছেন বলে তার চেহারায় প্রকাশ পেল। আশার আলো উঁকি দিল তার মনাকাশে। নব-বরের চাপাহাসি দেখা গেল আলহাজ্ব দ্বীন সাহেবের বদনেও। মাওলানা বলতে তার মানসপটে যে প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠত এ হচ্ছে– আলখাল্লা পরিহিত গুফহীন শ্মশ্রু শোভিত মুখমণ্ডল, মণ্ডিত মস্তকোপরি গোলাকার টুপি, হাস্য কৌতুক বিরত, চাউনিতে বিধবাহতাশ প্রকাশিত, দুনিয়াবী আনন্দ-উল্লাসে কুপিত দৃষ্টি, শুধু বহুরূপিনী পরিণয় প্রয়াসী, প্রগতি বিমুখ, তবে গোলমান কিশোর স্মরণে মাদ্রাসা তালেবাদের সেবা পাওয়ার জন্যে উন্মুখ, প্রথম যৌবনসুলভ চপলতার চাপা ইঙ্গিতে অঙ্গের স্বস্তিলাভ, অজুঘাটের অপর পারে জল সৌচের দ্বারা সূচিত আনয়ন, ফুঁক দিয়ে ঢিলা ছুড়ে পুকুরের পানি পাক করার কেরামত দেখিয়ে মুরীদান মুগ্ধকরণ, স্বশব্দে দুগ্ধ পান,

পান চিবান হরদম, এমনি ছুরতওয়ালা মরদ, অন্যে তৈরি মৌখেতে জানফানা। কিন্তু এ মাওলানাতে ইসলামের প্রথম যুগের কিছু ভাবনা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যাখ্যার সীমারেখা ব্যাপক, সমস্যার ব্যস্ত সমাধান সন্ধান, যেমন বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ব্যাহত করার বাস্তবপন্থা– জন্মনিয়ন্ত্রণ অনৈসলামিক নয় বলার মতো সাহস সঞ্চয় সহজ সাধ্য না।

মাওলানার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন আলহাজ্ব দ্বীন। এ ব্যতিক্রমধর্মী উলামার সংখ্যা বৃদ্ধি মুসলিমসমাজে আশা-সঞ্চার করবে, এ ধারণায় উৎসাহিত হয়ে বললেন, কোনোরকম সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না এ ইসলামিক সেন্টারে। অবশ্য তার সঙ্গে নৈতিক চরিত্রহানীকর সর্ব আকর্ষণ দূর করে আমাদের মেয়েরা প্রথম যুগের মুসলিম মহিয়সী মহিলাদের দৃষ্টান্তে দেহকে সুস্থ রাখার নিয়মনীতি পালন করে প্রফুল্ল রাখবে মনকে। দৃষ্টি অবনত কিন্তু শির উন্নত। কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন। এসব ব্যবস্থা থাকতে হবে এ ইসলামিক সেন্টারে।

আলহাজ্ব সাবের প্রস্তাবে অনেকই সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। বাকিরা অসম্মতি জ্ঞাপন না করায় চেয়ারম্যান সহাস্যে বললেন, যার প্রস্তাবের সমর্থনে আপনারা সায় দিলেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ। মসজিদের জন্য একটা বাড়ি খরিদের অর্থ তিনি নিজ তহবিল থেকে দান করবেন।

এ কথায় সফিকুল ইসলামকে খুবই অসহায় লাগছে। একটা চাপা নিশ্বাস ছাড়লেন, যেন ভেতরে ভেতরে চলছে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ, ক্রোধে ক্ষিপ্ত, একটা দ্বন্দ্ব, একটা প্রচণ্ড দুঃখ। আলহাজ্বের চেহারায় এ কথার প্রকিক্রিয়া অবলোকনে সঠিক কিছু ঠাহর করতে না পেড়ে ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু ধরে রাখার বৃথা চেষ্টা করে কাজী আবুল ফজল বললেন, আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়গুলো আগামী মিটিংয়ে আলোচনা করা আশা নিয়ে আজকের মতো এখানেই সভার ইতি টানছি।

(চলবে...)